তারিখ ... 14 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩
দৈনিক বাংলা

স্কুলে এই ভর্তি সংকট এবং সমাধান

রাজধানী ঢাকা নগরী বছরে বার মাসই একটা না একটা বিষয় নিয়ে সরগরম থাকেই। মুখে মুখে আলোচনা, তর্কাতর্কি, যুক্তি-পাল্টা যুক্তি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রীতিকর পরিনতিও। দেশের রাজনৈতিক সমস্যাই বেশ কিছুদিন ধরে রাজধানীবাসীদের টকিং সাবজেক্ট। তিন প্রধান বিরোধীদলের পদত্যাগ নিয়ে মহানগরীর ছোটবড় সব মাহফিলেই আলোচনা। পক্ষে-বিপক্ষে। অনেকের মনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাও। এর সঙ্গে কদিন ধরে যোগ হয়েছে স্কুলে ভর্তির সমস্যা। স্কুলে ভর্তিচ্ছু শিশুদের মাতা-পিতার মানসিক অস্বস্তির অন্ত নেই। সন্তানকে যেভাবেই হোক পছন্দের স্কুলটিতে ভর্তি করাতেই হবে। এজন্য সহায়তা পাওয়ার সবস্থানে ছোটাছুটি এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ধরাধরি চলছে। কচি শিশুটির ওপর গেছে গোটা বছরের কোচিং-এর অস্বাভাবিক ধকল। নামী-দামী প্রাইভেট টিউটরের পেছনে কাঁড়ি কাঁড়ি কড়ি খরচ। নিজেরাও তালিম দিয়েছেন রাতদিন। সন্তানটিকে পরীক্ষার হলে পাঠিয়ে দিয়ে উদগ্র উৎকণ্ঠা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকছেন ঘন্টার পর ঘন্টা। সবারই চোখ-মুখের ভাষা একটাই-না জানি কি হয়?

গত শুক্রবার স্কুলের ভর্তি সংকট সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকান্তরে। রিপোর্টটির শিরোনাম ঃ আজ সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা। উপশিরোনাম ঃ ডোনেশন লাখ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। এর সাদামাঠা অর্থ হল একটি শিশুকে পছন্দের ভাল স্কুলটিতে ভর্তি করাতে কোচিং-এর হাজার হাজার টাকা খরচের পরও লাখখানেক টাকা গুণতে হবে। এ পরিস্থিতি বিবেচনা করলে একথা মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, ঢাকা মহানগরীতে চরম ভর্তি সংকট বিরাজিত। ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করানো কঠিন কাজ, পরম ভাগ্যের ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কিন্তু ভিন্ন কথা বলেন। স্কুলগুলির ওপর ভর্তির চাপ কিছুটা বেড়েছে ঠিকই, তবে তেমন কোন সংকট নাকি নেই। সংকটটা সীমাবদ্ধ গুটিকয়েক নামী-দামী স্কুলে। বড়জোর ২৫টি প্রতিষ্ঠানে।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রভর্তির সময় এলেই পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে নানারকম খবরাখবর প্রকাশিত হয়। বেশীরভাগ খবরের মর্মকথা ঃ ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই ছোট এ তরী। স্কুলে ভর্তির সময়েই হৈচৈটা বেশী হয়। কিন্তু আসলে সংকট বেশী উচ্চ বিদ্যাপীঠগুলিতেই। অনার্স, ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেডিক্যালে ভর্তির ব্যাপারে। বিপুল সংখ্যক মেধাবী ছাত্রছাত্রী। তাদের সংখ্যার অনুপাতে আসন অনেক কম। এ জন্যই ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের এত হুড়াহুড়ি, সীমিত সংখ্যক আসন নিয়ে প্রচন্ড কাড়াকাড়ি।

ঢাকা মহানগরীর ভর্তি সংকট সম্পর্কে গত কিছুদিন পত্রপত্রিকায় একাধিক রিপোর্ট ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এগুলিতে বিস্তারিত তথ্য দেয়া হয়েছে ভর্তিচ্ছু ছাত্র এবং স্কুল ও স্কুলের আসন সংখ্যা সম্পর্কে। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ঢাকায় সরকারী-বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন মিলিয়ে স্কুলের সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি। সরকারী প্রাথমিক স্কুল ৩২৫টি। সরকারের রেজিস্টার্ড প্রাথমিক স্কুল প্রায় ৫০টি। কিন্ডারগার্টেনের সংখ্যা প্রায় পাঁচশো। এ সংখ্যা বছরখানেক আগের। কয়েকটি কিন্ডারগার্টেন ছাড়া নতুন স্কুল স্থাপিত হয়নি। অথচ গত দুই-তিন বছরে ভর্তির উপযোগী বয়সের শিশুর সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ বেড়েছে। এদের স্কুলে, বিশেষ করে ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে যে বিরাট সমস্যা হবে, একথা ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাজধানী নগরীর ভাল স্কুলগুলির প্রথম শ্রেণীর ১টি আসনে প্রার্থী ১০ থেকে ৬২ জন। ভিকারুন্নেসা স্কুলের দুই শিফটের ৪০০ আসন; ফরম বিক্রি হয়েছে ১০,০০০। গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলের আসন ২৪০টি; ফরম বিক্রি হয়েছে ২,১০০টি। মতিঝিল আইডিয়াল হাইস্কুলের ৩১১ আসনের জন্য বিক্রি হয়েছে প্রায় ৫,০০০টি। ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুলের ১৫০ আসনের বিপরীতে আবেদনপত্র জমা পড়েছে ৬,১০০টি এবং ধানমন্ডি গবর্নমেন্ট বয়েজ স্কুলের ২০০ আসনের জন্য প্রায় ৬,০০০টি। মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ৫৩০ আসনের জন্য ৪,০০০ ফর্ম বিক্রি হয়েছে। আরও কয়েকটি স্কুলেও ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা আসনের কয়েকগুণ বেশী। এদের সবাই বাঞ্ছিত স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না। যারা ভর্তির সুযোগ পাবে, তাদের কিছু সংখ্যক মেধার গুণে ভর্তি হবে, বাকিরা ডোনেশনের জোরে। এ জন্যই এবার ডোনেশনের অংক নিলামের ডাকের মত হতে পারে।

প্রাথমিক পর্যায়ে স্কুলে ভর্তি সমস্যা আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক বলেন যে, ঢাকা নগরীতে ভর্তি সমস্যা নেই। স্কুলের অভাবে কোন শিশু পড়াশোনা করতে পারছে না, এমন নজির কেউ দেখাতে পারবে না। তবে ভাল স্কুলগুলিতে ভর্তি সমস্যা আছে বলে তিনি জানান। যেসব স্কুলের নাম আছে এবং লেখাপড়া ভাল হয়, সেগুলিতেই প্রবল ভিড় ও তীব্র প্রতিযোগিতা। এসব স্কুলের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ এগুলির পরীক্ষার ফল খুবই ভাল। মেধা তালিকায় স্থান দখল, স্টার মার্ক ও প্রথম বিভাগে পাসের সংখ্যা এই স্কুলগুলিরই বেশী।

ভাল স্কুলগুলি ছাড়া অন্য স্কুলগুলিতে ভর্তিচ্ছুদের ভিড় নেই, কোন ভর্তি সমস্যা নেই। সারাদেশেই এই এক অবস্থা। ভাল ভাল স্কুলে ভর্তি সংকট, অন্যগুলিতে ছাত্রের অভাব। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাই এর জন্য অনেকখানি দায়ী।

জীবনের উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চাবিকাঠি হল শিক্ষা; শিক্ষার ডিগ্রী ডিপ্লোমা। উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রী-ডিপ্লোমার নামাবলী গায়ে থাকলে মোটা মাইনের চাকরি পাওয়া, মর্যাদার আসনে উঠা যায়। প্রত্যেক মাতা-পিতাই সন্তানের জন্য এই জীবন কামনা করেন। তারা বিশ্বাস করেন যে, ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে পারলে ভাল ফল নিশ্চিত হয়ে যাবে। স্কুলের রেজাল্ট ভাল হলে ভাল কলেজে ভর্তি সহজ হবে। পরে উচ্চতর পর্যায়েও ভাল ফল করতে পারবে। সফল জীবনের পাসপোর্টটিও সহজেই এসে যাবে তাদের সন্তানদের হাতে। এ জন্যই ভাল স্কুলে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাবার জন্য অভিভাবকদের এর হুড়াহুড়ি, এত খাটাখাটি এবং এত ধরাধরি।

আধুনিক শিক্ষা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের পূর্বশর্ত। জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত অগ্রগতি, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন সবকিছুই যুগোপযোগী শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল। শিক্ষা যেমন সমাজে উন্নয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তেমনি গড়ে তুলে দক্ষ জনশক্তিও। আধুনিক প্রযুক্তির যে যাদুশক্তির সাহায্যে মানুষ প্রতিকূল প্রকৃতিকে বশীভূত এবং বাঞ্ছিত উন্নতি অর্জনের শত উপায় উদ্ভাবন করেছে তা কালোপযোগী শিক্ষারই শুভ ফসল। অতএব শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে দেশের কোণায় কোণায়। শিক্ষার যাদুস্পর্শে জাগাতে হবে প্রতিটি শিশুর সুপ্তশক্তি, মেধা এবং শাণিত করতে হবে সবার কর্মক্ষমতাকে।

বলা বাহুল্য, ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হতে পারার অর্থ যেমন তাদের ক্ষতি, তেমনি জাতিরও ক্ষতি। শিক্ষা না পেলে দেশের জনশক্তির একটা বড় অংশের প্রতিভা ও কর্মশক্তি কেবল অবিকশিতই থাকবে না, পঙ্গুত্বের শিকার হতে পারে। অতএব দেশ ও দেশবাসীর বৃহত্তর স্বার্থেই ভর্তি সমস্যার সমাধান এবং শিক্ষার দ্রুত বিস্তারের সুব্যবস্থা একান্ত জরুরী।

বর্তমান গণতান্ত্রিক এবং জনগণের নির্বাচিত সরকার শিক্ষা বিস্তারে সবচেয়ে বেশী জোর দিচ্ছে। বাজেটে শিক্ষাখাতেই দেয়া হচ্ছে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ। আমাদের দেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা কম। মেয়েদের শিক্ষার হার বাড়াবার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করেছেন। উপবৃত্তি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে বিপুলসংখ্যক ছাত্রীকে। জাতির শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং ধনী-গরীব সকল পরিবারের শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। অভাব-অনটন যাতে গরীবঘরের ছেলে-মেয়েদের স্কুলের লেখাপড়ার পথে অন্তরায় না হতে পারে, সেজন্য শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রচলিত হয়েছে। এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এখন অনেক বেশীসংখ্যক গ্রামীণ ছেলে-মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে এবং ড্রপ আউট অর্থাৎ মাঝপথে লেখাপড়া বন্ধ হওয়া বহুলাংশে কমেছে।

শহরাঞ্চলের ভাল স্কুলগুলির ভর্তি সংকট দূর করার বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হলে এই সমস্যা থাকবে না। এসব স্কুলে ভাল ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয় বলেই এগুলির পরীক্ষার ফল ভাল হয়। এর পেছনে ভাল লেখাপড়ারও অবদান রয়েছে। প্রতিটি স্কুলের লেখাপড়ার মান উন্নত করা হলে এগুলিরও পরীক্ষার ফল ভাল হতে বাধ্য। অভিভাবকদের উচিত তাদের ছেলে-মেয়েদের নিজ নিজ এলাকার স্কুলে ভর্তি করা এবং স্কুলটির পরিচালনায় এবং লেখাপড়ার মান উন্নয়নে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা। যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বশীল ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক থাকলে এবং ভাল স্কুলগুলির শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হলে পরীক্ষার ফল ভাল হবেই। একটি কথা শোনা যায় যে ভিকারুন্নেসা ও মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে যে কোন ছাত্রছাত্রীকেই ভর্তি করা হোক না কেন, তারা শিক্ষাপদ্ধতিগুণে ভাল ছাত্রছাত্রী হয়ে যায়ই। এই দুই স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতি সকল স্কুলেই অনুসরণ করতে হবে।

ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা যে কম, তা অস্বীকার করা যাবে না। সরকার নতুন নতুন স্কুল স্থাপন করছেন। সরকারী-বেসরকারী স্কুলসমূহকে দোতলা-তেতলা করা হচ্ছে। দেশে স্কুলের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার। স্কুলের সংখ্যা বাড়লে এবং উন্নত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করা হলে দেশের কোথাও ভর্তি সংকট থাকবে না।

—সৈয়দ আবদুল কাহ্হার